শুবা’তুত তাযনীদ

পরিচয়

শুবা’তুত তাযনীদ হচ্ছে তানযীমের প্রথম ধাপ ও মূল ভিত্তি। তানযীমের সকল শাখার মূল প্রবেশ দার হচ্ছে এই শু’বাহ। একটি ভাই আদ-দাওয়াতুল ফারদেইয়্যার চতুর্থ মারহালা অতিক্রম করার পর তানযীমের একজন সাথী হিসাবে গণ্য হয়। অতঃপর জিহাদ ফী-সাবিলিল্লাহের বরকতময় পথে তার প্রথম পদচারণ ঘটে এই শু’বার মধ্যে। এখান থেকেই ভাইয়ের পরবর্তী গন্তব্য নির্ধারণ হয়। তানযীমের উন্নতি,অগ্রগতি, অবিচলতা ও সফলতার অনেকটাই নির্ভর করে এই শু’বার উপর।

উদ্দেশ্য

- মুসলিমদের মধ্য থেকে অধিক যোগ্য ব্যক্তিদেরকে নির্বাচন করে জিহাদ ফী-সাবিলিল্লাহের পথে নিয়ে আসা।
- সকল সাথীদের মৌলিক ইলম ও তরবিয়াত প্রদান করা।
- যোগ্যতা অনুস্বারে সাথীদেরকে তরবিয়েত প্রদান করে, ইমারার অন্যান্য শু’বাতে প্রেরণ করা।

বিন্যাস/কাঠাম

(তয়েফাহ+মাজমূয়াহ+ইসাবাহ+জাবহাহ)

তয়েফাহ- আদ-দাওাতুল ফারদেইয়্যা একক ভাবে সম্পূর্ণ করার পর একজন ভাই ইমারার অন্তর্ভুক্ত হবেন। একটি তয়েফাতে সর্বাধিক পাঁচ জন ভাই থাকবেন। ছয় জন হলে দ্বিতীয় একটি তয়েফাহ করে দিতে হবে।

মাজমূয়াহ- কোন অঞ্চলে ৫টি তয়েফাহ থাকা পর্যন্ত তা এক মাজমূয়ার অধীনে

থাকবে। ছয়টি হলে, ৩টি তয়াফাহ করে ২টি মাজমূয়ার অধীনে দিতে হবে।

ইসাবাহ-আমরা থানাগুলোকে ইসাবা হিসাবে আখ্যায়িত করব। কোন ইসাবা বা থানাতে যদি একটি মাজমূয়া থাকে তখন মাজমূয়া মাসউলকেই ইসাবা মাসউল হিসাবে ধরা হবে। কিন্তু যখন একাধিক মাজমূয়া হবে তখন সেখানে ইসাবা মাসউল হিসাবে একজন ভাইকে নির্ধারণ করা হবে। যার অধীনে মাজমূয়া মাসউলগণ থাকবেন।

জাবহাহ- কোন জেলাতে ছয়টির কম ইসাবা থাকলে (ছয়টির কম থানাতে কাজ থাকলে)ইসাবা মাসউলগণ সরাসরি শু'বা মাসউলের অধিনে থাকবেন। ছয়টি ইসাবা হয়ে গেলে তাকে দুভাগ করে ২জন মাসউলের অধিনে ২টি জাবহাহ গঠন করতে হবে। আর জাবহাহ মাসউলগণ শু'বা মাসউলের অধীনে থাকবেন।

নিরাপাত্তাঃ-

- কোন মাসউল ডানে বামের অপর মাসউল ভাইকে মাসউল হিসাবে চিনবে না।
- মাজমুয়া পর্যন্ত কোন ভাই এর অবস্থান তার অধীনস্থ ভাইরা জানবেন না।
- তয়েফা মাসউলদের নিজস্ব ফোন দিয়ে মামুরদের সাথে যোগাযোগ করবেন না বা তার নাম্বার তয়েফার সাথীদের কাছে থাকবে না। তয়েফার ভাইরা পাশাপাশি থাকেন তাই সাক্ষাতেই কাজ সারবেন। তয়ফার সাথীদের নাম্বার মাসউল ভাইদের কাছে থাকতে পারে, প্রয়োজন হলে বাইর থেকে ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন।
- তয়েফা মাসউল ভাই মাজমুয়া মাসউল এর সাথে নেটে যোগাযোগ করবেন। মাজমুয়া মাসুউল ভাই অরবোট ব্যাবহার করবেন তবে তয়েফা মাসউলদের জন্য অরবট ব্যবহার আবশ্যক না তবে করাটা অনেক উত্তম।জাবহাহ মাসউল ও ইসাবা মাসউল নেটে যোগাযোগ করবেন, অরবট/টর ব্যাবহার করবেন, কোন ক্রমেই ফোনে যোগাযোগ করবেন না।

তয়েফার সাথীদের দায়িত্ব

একক কা জ (ব্যক্তি উন্নয়ন)

- পঞ্চম ও ষষ্ঠ মারহালার সিলেবাস অধ্যয়ন করা।
- প্রতিদিন জাদওয়াল অনুযায়ী আমাল করা।
- প্রতিদিন নিয়মিত ব্যায়াম করা।
- সাঁতার, সাইকেল, মটর সাইকেল,গাড়ী ড্রাইভিং শেখা।
- কম্পেউটার ও টাইপ শেখা।
- মার্শাল আর্ট শেখা। (সম্ভব হলে)
- লেদ মেশিনের কাজ, ওয়ার্কশপের কাজ, রসায়ন সম্পৃক্ত কোর্স, ডিপ্লোমা ইলেক্ট্রনিক্স কোর্স করা। প্রাথমিক চিকিৎসা শেখা। (কোন এক বা একাধিক বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন)

একক কাজ (সাংগঠনিক)

- নিয়মিত মাসউলের সাথে যোগাযোগ করা।
- সকল কাজ মাসউলের সাথে মাসওয়ারা করে করা।
- আদ-দা’ওয়াতুল ফারদেইয়্যা অবলম্বন করে যোগ্য সৈনিক তৈরির জন্য দাওয়াতি কাজ করা।
- আদ-দাওয়াতুল ফারদেইয়্যা অবলম্বন করে আনসার তৈরির জন্য কাজ করা।
- আদ-দাওয়াতুল ফারদেইয়্যা অবলম্বন করে দাতা তৈরির জন্য কাজ করা।
- ভাইয়ের কাছে আদ-দাওয়াতুল ফারদেইয়্যার মারহালা সমূহতে যে ভাইরা আছেন তাদের পিছনে যথাযথ সময় দিয়ে উত্তম ভাবে চতুর্থ মারহালা পার করিয়ে তয়েফাভুক্ত করে দেয়া।
- প্রতিদিন নিজ থেকে, আত্মীয়-সজন থেকে ও সমর্থকদের থেকে ফী-সাবিলিল্লাহের জন্য সামান্য হলেও অর্থ জমা করা।
- ইমারার পক্ষ থেকে বিশেষ কোন দায়িত্ব দেয়া হলে তা আদায় করা।
- মাসউল ভাইয়ের কাছে কাজের সাপ্তাহিক ও মাসিক রিপোর্ট প্রদান করা।

তয়েফাভুক্ত কাজ

- প্রতিমাসে ২টি ইলমী হালাকাহ করা।
- প্রতিমাসে একটি ইমতেহানী হালাকা করা।
- প্রতিমাসে একটি ইস্তেখবারী (রিপোর্টিঙ্গ) হালাকা করা।
- নিম্নক্ত দাওরাগুল কমপ্লিট করা
    - আদ-দাওরাতুশ শরইয়্যাহ।
    - আদ-দারাতুত দাওয়াবেইয়্যাহ।
    - আদ-দাওরাতুল আমনিয়্যাহ।
    - আদ-দাওরাতুল ইন্তেজামিয়্যাহ।
    - আদ-দাওরাতুল বাদানিয়্যাহ।
    - আদ-দাওরাতুত তেকনলজিয়্যাহ।

তয়েফা মাসউলদের দায়িত্ব

(তয়েফা মাসউল উপরুক্ত কাজগুলো নিজেও করবেন, এখানে তার অতিরিক্ত দায়িত্বগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে)

- তয়েফার নিরাপাত্তা বাস্তবায়ন করা।
- মাজমূয়া মাসউল ভাইয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা।
- সাথীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে তাদেরকে দিক নির্দেশনা দেয়া।
- উপরস্থ মাসউলকে দৈনিক,সাপ্তাহিক ও মাসিক রিপোর্ট প্রদান করা।
- সাপ্তাহিক হালাকাগুলো বাস্তবায়ন করা।
- ইলমী হালাকার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে দেয়া।
- উপযুক্ত বিষয় নির্ধারণ করে হালাকাতে আলোচনা করা, ভাইদের আলোচনা শোনা।

- সিলেবাস থেকে ভাইদের জন্য উপযুক্ত কতাব নির্ধারণ করে দেয়া।
- ইমতেহানী হালাকাতে নিম্নোক্ত বিষয়ে পরিক্ষা গ্রহণ করাঃ-
    - সিলেবাসের যে কিতাব ভাইরা শেষ করেছেন তার পরিক্ষা।
    - শারীরিক ব্যায়ামের পরিক্ষা।
    - সকাল সন্ধ্যার আযকার পরিক্ষা।
    - নামাজের পরের আযকার পরিক্ষা।
- ইস্তেখবারী হালাকাতে একক ভাবে ভাইদের সাথে বসে বিস্তারিত ভাবে মাসিক রিপোর্ট ফাইল অনুস্বারে কাজের রিপোর্ট গ্রহণ করা।
- তয়েফার ভাইদের সাথে তৃতীয় ও চতুর্থ মারহালার যে ভাইরা আছেন তাদের জন্য কিতাব নির্ধারণ করে দেয়া, তাদের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দেয়া।
- মাসে একবার সাথীদেরকে নিয়ে ফিকরী মজলিশ করা।
- তয়েফার প্রতিটি সাথীর কাজের ব্যাপারে সাম্মক জ্ঞাত থাকা।
- কোন ভাই চতুর্থ মারহালা অতিক্রম করলে তাকে তয়েফাভুক্ত করা।
- সাথীদেরকে মাসিক রিসালা প্রদান করা।
- সদাকা উত্তোলন ও প্রদান করা।
- ইমারা থেকে প্রদত্ত অন্য সকল কাজ আনজাম দেয়া।

মাজমূয়া মাসউলদের দায়িত্ব

- পুরো মাজমূয়ার নিরাপাত্তা নিশ্চিত করা।
- মাসউল ও মামুরদের সাথে প্রতিদিন যোগাযোগ করা।
- তয়েফা মাসউলদের থেকে দৈনিক,সাপ্তাহিক ও মাসিক রিপোর্ট গ্রহণ করা।

- উপরস্থ মাসউলকে দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক রিপোর্ট প্রদান করা।
- মাসউল দাওরা ও আসকারী দাওরা করা।
- তয়েফাগুলোর সকল দাওরা কমপ্লিট করানো।
- তয়েফাহ সমূহের মধ্যে বিশেষ যে সাথিরা আছেন তাদের ব্যাপারে, অধিক যত্নবান হওয়া। যেমনঃ
    - ভাল আলেম।
    - আনসার।
    - দাতা।
    - খুব ভাল ছাত্র।
- অন্য শু’বাতে প্রেরণের জন্য উপযুক্ত সাথী নির্বাচন ও গঠন করা।
- তয়েফা মাসউলদের প্রতিটি কাজ পর্যবেক্ষণ করা ও পরামর্শ প্রদান করা।
- তয়েফা মাসউলদের নিম্নোক্ত পরিক্ষা গ্রহণ করা-
    - শারীরিক ব্যায়াম।
    - সকাল সন্ধ্যার আযকার।
    - নামাযের পরের আযকার।
    - আল-আসমাউল হুসনা।
- সাথী বৃদ্ধি হলে নতুন তয়েফাহ গঠন করা।
- তয়েফা মাসউলদের কাছে প্রতিমাসে মাসিক রিসালা প্রেরণ করা।
- সদাকা উত্তোলন ও প্রদান করা।
- ইমারা থেকে প্রদত্ত অন্য সকল কাজ আনজাম দেয়া।

- প্রতিটি তয়েফা মাসউল তার দায়িত্ব যথাযথ ভাবে আদায় করছেন কিনা বা আদায় করতে পারছেন কিনা সে ব্যাপারে পরিষ্কার থাকা।

ইসাবা মাসউলের দায়িত্ব

- পুরো ইসাবার নিরাপাত্তা নিশ্চিত করা।
- মাসউল ও মামুরদের সাথে প্রতিদিন যোগাযোগ করা।
- মাসউল দাওরা ও আসকারী দাওরা করা।
- মাজমূয়া মাসউলদের জন্য আসকারী দাওরার ব্যবস্থা করা।
- মাজমূয়া মাসউলদের থেকে দৈনিক, সপ্তাহিক, ও মাসিক রিপোর্ট গ্রহণ করা।
- উপরস্থ মাসউলকে দৈনিক,সাপ্তাহিক,মাসিক রিপোর্ট প্রদান করা।
- থানায় যে মাদ্রাসা/ইস্কুল/ভার্সিটি সমূহ আছে সেগুলোতে কাজ শুরুর ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- থানার প্রভাবশালী যে ব্যক্তিবর্গ আছেন, যেমন উলামা, রাজনৈতিক নেতা, বড় ব্যবসায়ী তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- আনসার ও দাতাদেরকে দাওয়াতের ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।
- মাজমূয়া মাসউলদের প্রতিটি কাজ পর্যবেক্ষণ করা ও পরামর্শ প্রদান করা।
- তয়েফাহ বৃদ্ধি হলে নতুন মাজমূয়া গঠন করা।
- মাজমূয়া মাসউলদের কাছে প্রতিমাসে মাসিক রিসালা প্রেরণ করা।
- সদাকা উত্তোলন ও প্রদান করা।
- পুরো থানার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা, কাজ ও নিরাপাত্তার সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বাতিক্রম ধর্মী ব্যাপারে উপরে অবগত করা।

- পাশের থানায় কাজ না থাকলে কাজ শুরুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- ইমারা থেকে প্রদত্ত অন্য সকল কাজ আনজাম দেয়া।
- প্রতিটি মাজমূয়া মাসউলের কাজের ব্যাপারে সার্বক্ষণিক সজাগ দৃষ্টি রাখা।

জাবহাহ মাসুলের দায়িত্ব

ইসাবা মাসউল ও জাবহাহ মাসউলের দায়িত্ব একেই, পার্থক্য হচ্ছে ইসাবা মাসউল মাজমূয়া মাসউলদের কাজের সমন্বয় করবেন আর জাবহাহ মাসউল ইসাবা মাসউলদের কাজের সমন্বয় করবেন। ইসাবা মাসউলের উপর জাবহাহ মাসউলকে দায়িত্ব দেবার কারণ হচ্ছে বিন্যাস ও কাট-আউট সিস্টেমের সুবিধার্থে।

শু’বাহ মাসউলের দায়িত্ব

- পুরো শু’বার নিরাপাত্তা নিশ্চিত করা।
- মাসউল ও মামুরদের সাথে প্রতিদিন যোগাযোগ করা।
- ইসাবা/জাবহাহ মাসউলদের থেকে দৈনিক, সপ্তাহিক, ও মাসিক রিপোর্ট গ্রহণ করা।
- উপরস্থ মাসউলকে দৈনিক,সাপ্তাহিক ও মাসিক রিপোর্ট প্রদান করা।
- ইসাবা/জাবহাহ মাসউলদের প্রতিটি কাজ পর্যবেক্ষণ করা ও পরামর্শ প্রদান করা।
- নতুন ইসাবা/জাবহা গঠন করা।

- ইসাবা/জাবহাহ মাসউলদের কাছে প্রতিমাসে মাসিক রিসালা প্রেরণ করা।
- সদাকা উত্তোলন ও প্রদান করা।
- পুরো শু’বার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা, কাজ ও নিরাপাত্তার সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বাতিক্রম ধর্মী ব্যাপারে উপরে অবগত করা।

- পাশের জেলাতে কাজ না থাকলে কাজ শুরুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- ইমারা থেকে প্রদত্ত অন্য সকল কাজ আনজাম দেয়া।
- প্রতিটি ইসাবা/জাবহাহ মাসউলের কাজের ব্যাপারে সার্বক্ষণিক সজাগ দৃষ্টি রাখা।